দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...0.5 MAY. 1999 ..

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বুয়েটে ভিসির পদত্যাগ

❑ প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ ৭০ জন শিক্ষকের

বুয়েট সংবাদদাতা ॥- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ গতকাল পদত্যাগ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও ৭০ জন শিক্ষক প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগের কারণকে সবাই 'ব্যক্তিগত' বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ ইকবাল মাহমুদ ১৯৯১ সালের ২৭শে নভেম্বর উপচার্যের দায়িত্ব নেন।

বুয়েট শিক্ষক সমিতি অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেছে ঃ উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রফেসর ইকবাল মাহমুদকে স্বপদে পূর্ণ মর্যাদায় বহাল না করা পর্যন্ত শিক্ষকরা ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন।

উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ গতকাল সোমবার দুপুরে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন এবং পদত্যাগপত্র শিক্ষা সচিবের কাছে পাঠান। এর পরপরই ৭০টি পদের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকরা আলাদাভাবে উপাচার্যের কাছে

প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ

প্রশাসনিক পদ থেকে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন করেছেন। শুধুমাত্র ছাত্রকল্যাণ পরিচালক প্রফেসর শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া উপাচার্যের পদত্যাগের আগেই পদত্যাগ করায় তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে; কিন্তু বাকি ৭০টি পদের কর্মকর্তারা উপাচার্যের পদত্যাগের পর পদত্যাগ করায় তাদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি।

বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাদের পদত্যাগপত্রে বলেছেন ঃ অত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স, STATUTES ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ভঙ্গ করে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করার প্রতিবাদে তারা পদত্যাগ করেছেন।

৭০টি পদের পদত্যাগী প্রশাসনিক কর্মকর্তারা হচ্ছেন ঃ ৪ জন সিন্ডিকেট সদস্য, ৫ জন বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ১৬ জন বিভাগীয় প্রধান, বিভিন্ন পরিচালক পদ হতে ৯ জন, ডেপুটি ছাত্রকল্যাণ পরিচালক পদ হতে ১ জন, টেন্ডার কমিটির

বুয়েট ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

বুয়েট ঃ ভিসির পদত্যাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চেয়ারম্যান, সিস্টেম এনালিস্ট পদ থেকে ৫ জন, বিভিন্ন হল প্রভোস্ট পদ হতে ৮ জন এবং সহকারী হল প্রভোস্ট পদ হতে ২১ জন শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন। গতকাল সোমবার রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বুয়েটের উপাচার্যসহ ৭০টি পদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং স্থাপত্য বিভাগের ১৩ জন শিক্ষককে স্বপদে পুনর্বহালের জন্য শিক্ষামন্ত্রী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী গতকাল সিন্ডিকেটের দু'জন সদস্য প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং প্রফেসর নুরুদ্দিন আহমদের সাথে বৈঠক করেছেন। তারা বৈঠকে বুয়েটের সংকট নিরসনে কিছু সুপারিশ রেখেছেন। ওই কর্মকর্তা আরো জানান, আজ মঙ্গলবার শিক্ষক সমিতির সাথে শিক্ষামন্ত্রী বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন। দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভায় বলা হয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে উপাচার্য মনোনীত করা হলে কোন শিক্ষক গ্রহণ করবেন না এবং প্রার্থীও হবেন না। বাইরে থেকে কাউকে উপাচার্য করা হলে বুয়েট শিক্ষক সমিতি তা মেনে নেবেন না এবং তাদের ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন।

বুয়েট সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়কে চালানোর জন্য বিভিন্ন নিয়ম-শৃংখলা ভেঙে পড়ায় আমরা প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছি।" প্রফেসর জাকির উল্লাহ জানিয়েছেন, "সরকার বুয়েটের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ না করলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।"